দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 06 FEB 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

022

শিক্ষাঙ্গন

ভর্তি সমস্যা

গত ৮ ও ৯ জানুয়ারী মহানগরীর সরকারী বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরীক্ষা দিয়েছে সীমিত আসন সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী ছাত্র-ছাত্রী। অথচ ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেয়েছে শুধুমাত্র ভাগ্যবান ছাত্র-ছাত্রীরা। ভাগ্যবান ছাত্র-ছাত্রী হল তারা যাদের মেধার সঙ্গে অভিভাবকের টাকা আছে অথবা উঁচু মহলে প্রভাব আছে। ঢাকা মহানগরীর সীমিত সংখ্যক ভাল বিদ্যালয়ে মোট আসন সংখ্যার সর্বোচ্চ ২০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে মেধার জোরে ভর্তি হতে পেরেছে। বাকী ৮০ ভাগ ভর্তি হয়েছে অনুদান-এর টাকা অথবা সুপারিশে। প্রতিবছরের মতো এবারও রাজধানীর নামকরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তির জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের প্রচণ্ড চাপ অনুভূত হয়েছে। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক স্তরের লেখা-পড়া শেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য দ্বারস্থ হতে হয়।

ফলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে চাপ পড়ে বেশী। সেখানে আসন সংখ্যা সীমিত। তাই এবছর চার/পাঁচটি আসনের জন্য দুশ'/আড়াইশ' ছাত্র-ছাত্রীর ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে। সরকারী নির্দেশানুযায়ী একই দিন একই সময়ে রাজধানীর উল্লেখযোগ্য বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ায় এতে অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীরা অপেক্ষাকৃত অনুন্নতমানের বিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এমতাবস্থায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছুক অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের লেখা-পড়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছে। এদিকে ফেব্রুয়ারী মাসও গড়াতে চললো। অথচ এদের জন্যে এখনো কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। প্রয়োজনের তুলনায় ঢাকা শহরে 'হাইস্কুল' বা 'উচ্চ বিদ্যালয়ের' সংখ্যা অতি নগণ্য— সে কথা অনস্বীকার্য।

তাছাড়া সবাই চায় গুণগতমান সম্পন্ন নামকরা বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হতে। তাই বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর স্থান সংকুলান হাতে গোনা কয়েকটি বিদ্যালয়ে হয় না। সমস্যাটি সমাধানকল্পে নিম্নোক্ত উপায়গুলো ভেবে দেখা যেতে পারে।

(ক) গুণগতমানসম্পন্ন বিদ্যালয়গুলোতে অতিরিক্ত শিফট চালুকরণ;

(খ) উল্লেখযোগ্য বিদ্যালয়গুলো সংস্কার করে আসনসংখ্যা বর্ধিতকরণ;

(গ) ভিন্ন ভিন্ন দিনে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ;

(ঘ) অতিরিক্ত আসনে পুনঃভর্তি পরীক্ষায় ডোনেশন ব্যতীত মেধানুযায়ী ছাত্র-ছাত্রী মনোনয়নকরণ;

(ঙ) সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে নতুন নতুন বিদ্যালয় নির্মাণ;

উপরোক্ত উপায়গুলোর আলোকে প্রয়োজনীয় সুষ্ঠু ব্যবস্থা গৃহীত হলে বর্তমানে জাতীয় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত ভর্তি সমস্যা অনেকাংশে কমে যাবে।

—মুহাম্মদ আব্দুল মুনিম খান (নোমান)